ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ’ এর ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: কোভিড -১৯ একটি সংক্রামক রোগ, যেটা করোনা ভাইরাসের নতুন একটা প্রজাতির মাধ্যমে মানুষকে আক্রান্ত করছে। ডিসেম্বর ২০১৯ হতে প্রথম চীন দেশের উহান প্রদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং বর্তমানে এটি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ৩০ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে এবং পরবর্তীতে মহামারি বা অতিমারি (pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশে ২১ জানুয়ারি হতে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়, ৮ মার্চ সর্বপ্রথম ৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়, এবং ১৮ মার্চ সর্বপ্রথম ১ জন মৃত্যুবরণ করে। বর্তমানে করোনা ভাইরাস দেশের অন্যতম একটি স্বাস্থ্য সমস্যা এবং দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের ঝুঁকি আরও বেশি। এছাড়া বাংলাদেশে কোভিড -১৯ জনিত অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় মারাত্মক সংকট তৈরি করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রেক্ষিতেও সরকার কর্তৃক সংক্রামক রোগের প্রতিরোধে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। করোনা ভাইরাস ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ করলেও তার বাস্তবায়ন কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না, এক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতিগুলো কী কী এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় কী তা চিহ্নিত করার মাধ্যমে সরকর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রসমূহ অধিক কার্যকরতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং স্বাস্থ্য খাতে টিআইবি’র গবেষণাভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রমে প্রাধান্যের ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাসকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন; করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম); করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা); সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা); কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন); করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি; ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর (গুণবাচক ও পরিমাণবাচক) গবেষণা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে এই গবেষণায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি হিসেবে সুবিধাজনক নমুনায়নের মাধ্যমে অনলাইন চেকলিস্ট ব্যবহার করে সারা দেশের ৩৮ টি জেলা হতে ৪৭টি হাসপাতালের (৯টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ৫টি বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং ৩৩টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল) স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, এবং ৪৩টি জেলা হতে স্থানীয় নাগরিক (সাংবাদিক, শিক্ষক, পেশাজীবী) হতে ত্রাণ বিতরণের তথ্য এবং চিকিৎসক ও সাংবাদিকের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তবে সুবিধাজনক নমুনাভিত্তিক হলেও দেশের আটটি বিভাগের প্রতিটি হতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া যে সকল জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো বাংলাদেশের বিদ্যমান বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈচিত্রসমূহ প্রতিনিধিত্ব করে (যেমন উপকূলীয় জেলা, পার্বত্য জেলা ইত্যাদি)। এছাড়া দেশে বিদ্যমান সকল ধরনের হাসপাতালও জরিপের আওতায় এসেছে। ফলে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরে।

বর্তমান গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের ৬টি গণমাধ্যম (প্রিন্ট) হতে নির্দিষ্ট ছকে ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: গবেষণাটিতে ১৫ এপ্রিল - ১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে। তবে জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের সময়কাল ২০ মে ২০২০ পর্যন্ত।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় আইনের শাসনে সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ অনুসরণ এবং পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, পরীক্ষাগার প্রস্তুতি, যোগাযোগে সাড়াদান, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি, ত্রাণের উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুত সাড়াদানে আলোচিত হয়েছে। সক্ষমতা ও কার্যকরতার মধ্যে বিভিন্ন কমিটির কার্যকরতা, করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর্মীর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, প্রণোদনা প্যাকেজ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের আওতায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, এবং চাহিদা নিরূপণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জবাবদিহিতা অংশে করোনা প্রতিরোধে প্রস্তুতি, সংক্রমণরোধে পদক্ষেপ, বেসরকারি চিকিৎসা খাতের ভূমিকা, পোশাক শিল্পখাতের ভূমিকা ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্বচ্ছতা তথা তথ্যের উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আলোচনা করা হয়েছে; এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি অংশে - স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়, চিকিৎসা ব্যবস্থা, উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো - করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দীর্ঘসময় ধরে পরিকল্পনাহীনতা, সুশাসনের ঘাটতি ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল সক্ষমতা করোনার সঙ্কটে উন্মোচিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকটভাবে লক্ষ করা গেছে। চীন দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবের পর তিনমাস সময় হাতে পেয়েও করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় এবং সুশাসনের ঘাটতির কারণে দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা অন্যদিকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ না করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা, এবং কঠোরভাবে চলাচল নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে সংক্রমণ সারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। লকডাউনসহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলা-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। স্বাস্থ্যখাতের ক্রয়ে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণের জন্য করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ব্যাপক সামাজিক সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণের অভাব, এবং মাঠ পর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারণায় ঘাটতির কারণে জনসাধারণে মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় এবং কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। দায়িত্বহীনতা এবং দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রীর সংকট ও পরবর্তীতে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখিন হয় এবং যা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি করে। লকডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্রকল্পসমূহ একদিকে ব্যবসায়ীবান্ধব ও ঋণভিত্তিক এবং অন্যদিকে অতি দরিদ্রদের জন্য এই আর্থিক সহায়তা অপ্রতুল। ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ তৈরির কারণে এই প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। করোনা মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা হচ্ছে এবং দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় না নিয়ে এসে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে হয়রানি ও নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে টিআইবি ১৫ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো - সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও জনবলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা এবং বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার ও মৃত্যুর সময়ে লকডাউন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা; লকডাউন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং পরীক্ষার সম্প্রসারণের

মাধ্যমে সংক্রমণের ব্যাপকতার নিরিখে এলাকাভিত্তিক ঝুঁকি বিবেচনা করা। এছাড়া করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা; স্বাস্থ্য খাতে জেলা পর্যায়ে সার্বিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো, এবং স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে অনিয়ম দুর্নীতি রোধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। সকল পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে স্ক্রিনিং ও ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; সম্মুখ সারির সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা। সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে সরকারি বিধির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সকল বেসরকারি হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; সকল হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের জন্য নিয়মিত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা; ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অতি দরিদ্র এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, দিনমজুরদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা; চলতি কৃষি ঋণ মওকুফ করা; ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষার উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করা এবং ত্রাণ বা নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; স্বাস্থ্যবিধির সফল বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণের উদ্যোগ নেয়া; তথ্য প্রকাশ এবং তথ্যে প্রবেশগম্যতার সুবিধার্থে ও ম্যানেজমেন্টের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের স্বার্থে গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা। ত্রাণ বিষয়ক দুর্নীতির সাথে জড়িত জনপ্রতিনিধি যাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের আইনগতভাবে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত প্রাপ্ত তথ্য করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যান্য অংশীজনের সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত